যুগান্তর

তারিখ 31 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ২

বেসরকারি অনার্স কলেজেও শিক্ষক নিয়োগ কেন্দ্রীয়ভাবে

যুগান্তর রিপোর্ট

স্বাগত জানিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজেও এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করতে রোববার জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে বলেন, এ সিদ্ধান্ত কার্যকরের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি আদেশ জারি করতে হবে। তাতে কলেজগুলোতে গভর্নিং বডির (জিবি) মাধ্যমে নিয়োগ স্থগিত করতে বলা হবে। এ ছাড়া এ ধরনের নিয়োগে যাতে মাউশি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া না হয়, সে জন্য নির্দেশনা পাঠাতে হবে। যে সভায় শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই সভার কার্যবিবরণী রোববার মাউশি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টরা প্রাথমিক করণীয় নির্ধারণ করবেন। মন্ত্রণালয় থেকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারির কাজ চলছে।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ। রোববার বিকালে এ প্রসঙ্গে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'এটি একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। এতে অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে। পাশাপাশি মানসম্পন্ন শিক্ষকও নিয়োগ করা সম্ভব হবে।'

তিনি বলেন, 'অনেক কলেজেই শিক্ষক নিয়োগে অর্থ লেনদেন, নানা ধরনের প্রভাব বিস্তারসহ নেতিবাচক ও হতাশাজনক অভিযোগ আমরা পেয়ে আসছি। সে জন্য এ সিদ্ধান্ত খুবই ভালো হবে। তবে এ ধরনের কলেজে শিক্ষক নিয়োগে স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সরকারি কলেজে যেমন ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

বেসরকারি অনার্স কলেজেও শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা আছে, তেমনি এসব কলেজের জন্যও প্রবর্তন করা উচিত। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতেই এ ব্যবস্থার কথা বলে দেয়া আছে।' শিক্ষক নিয়োগে নতুন এ ব্যবস্থাকে কলেজের অধ্যক্ষরাও স্বাগত জানিয়েছেন। অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী রাজধানীর একটি বড় কলেজের অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, প্রভাষকের পাশাপাশি কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ বা স্কুলগুলোতে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগও কেন্দ্রীয়ভাবে করা উচিত। প্রবেশ পদে কেন্দ্রীয় নিয়োগের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। আমরা মানসম্মত শিক্ষক পাচ্ছি। ম্যানেজারিয়াল পদের নিয়োগটাও কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করা গেলে কলেজগুলোতে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। বন্ধ হবে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ নিয়োগে বিভিন্ন অনিয়ম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, ৮ জুন এক সভায় এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে অনার্স-মাস্টার্স কলেজেও শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় আরও দুটি সিদ্ধান্ত হয়— বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স বা ডিগ্রি কোর্স বা বিষয় চালুর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দেয়ার আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি নিতে হবে এবং এ ধরনের কোর্স পরিচালনাকারী সরকারি-বেসরকারি কলেজের একটি তালিকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
কার্যার্থে/ জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর